রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

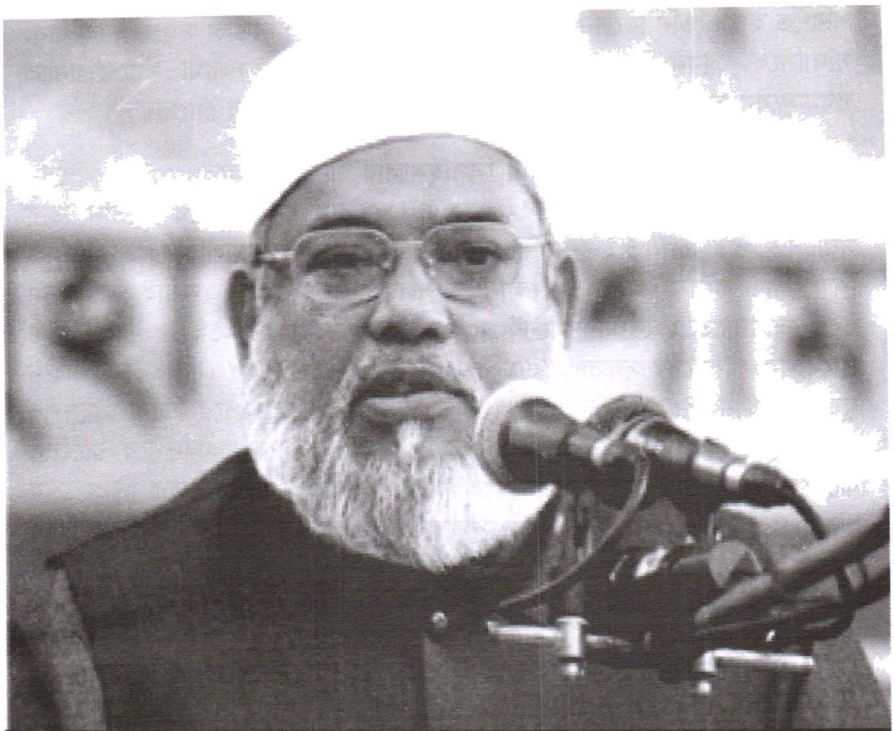

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
প্রাক্তন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনতার প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধেয় নেতা। তিনি দেশে ইসলামী সমাজ প্রবর্তন এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে সুপরিচিত, স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা, জোটভিত্তিক রাজনীতির ধারার বিকাশে এবং রাজনৈতিক লিয়াজোঁ প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক অবদান রাখার জন্য তিনি সুপরিচিত। জামায়াতে ইসলামীকে জনপ্রিয়তা ও গণমুখী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির পেছনে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ সততা, নিষ্ঠা, কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি ও দেশপ্রেমের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। তার গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০১-২০০৬ মেয়াদে আলোচিত-প্রশংসিত ও সফল মন্ত্রণালয়ে

www.pathagar.com

পরিণত হয়। তিনি ছিলেন শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত মানুষ। নিতান্ত সহজ-সরল এবং সাদাসিধে জীবন যাপনের অধিকারী এই মানুষটি ইসলামী আন্দোলনকে গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করতে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

ইসলামী আন্দোলনের এই বীর সিপাহসালার জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট আরবী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৭ রমজান তারিখে। তিনি তার সম্মানিত পিতা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আব্দুল আলীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী শুধু ধর্মীয় নেতাই ছিলেন না বরং জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ১৯৬২-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যও (এমপিএ) নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে শহীদ মুজাহিদ ফরিদপুর ময়জুদ্দিন স্কুলে ভর্তি হন এবং তারও পরে তিনি ফরিদপুর জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার পর তিনি ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হন। সে কলেজ থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ডিগ্রি শেষ করার পর তিনি ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় আসেন। স্বাধীনতার পর তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

ছাত্র জীবনেই শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে যখন তিনি ফরিদপুর ছাড়েন, তখন তিনি ফরিদপুর জেলা ছাত্রসংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। ঢাকায় আসার পর তিনি ছাত্রসংঘের ঢাকা জেলার সেক্রেটারি মনোনীত হন। তিনি ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সেক্রেটারি মনোনীত হন এবং মাত্র দুই মাস পর অক্টোবরে তিনি ছাত্রসংঘের প্রাদেশিক সভাপতি নির্বাচিত হন।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ পেশা শুরু করেন নারায়ণগঞ্জ আদর্শ স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে। ১৯৭৩-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি আদর্শ স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। পরে সাংগঠনিক প্রয়োজনে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান, দৈনিক সংগ্রামের চেয়ারম্যান এবং সাপ্তাহিক সোনার বাংলার পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছিলেন।

ছাত্রজীবন শেষ করে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন। তিনি ১৯৮২-১৯৮৯ পর্যন্ত ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও ২০০০ সালের ৮ ডিসেম্বর সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন। সেই থেকে শাহাদাত বরণ পর্যন্ত তিনি সততা, নিষ্ঠা, যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও

www.pathagar.com

ওয়ান ইলেভেনের সময় তৎকালীন চারদলীয় জোট আয়োজিত একটি সমাবেশে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

দায়িত্বশীলতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ দেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ছাত্র আন্দোলন, ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ১৯৯৪-১৯৯৬ কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ২০০০ সালে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার আন্দোলনে এবং ২০০৭ সালে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে জনাব মুজাহিদ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং সফলতার সাথে ৫ বছরের মেয়াদ সম্পন্ন করেন।

সমাজ সেবক হিসেবে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ব্যাপক সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দেশজুড়ে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং মসজিদ ও এতিমখা । প্রতিষ্ঠায় তার সক্রিয় ভূমিকা জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। নিজ জেলা ফরিদপুরে তিনি ৫০টিরও বেশি মসজিদ নির্মাণে অসামান্য অবদান রাখেন। দানশীলদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি ব্যাপক সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। মাদরাসা ছাত্রদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তার কর্মপ্রচেষ্টা ও দায়িত্বশীলতার কারণে ফরিদপুর ও মাদারীপুরের মতো অবহেলিত জেলা দুটিতে অভূতপূর্ব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অগণিত রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক, মাদরাসা, ব্রিজ, কালভার্ট ও মসজিদ এসব এলাকায় নির্মিত হয়। মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে শহীদ মুজাহিদ বাংলাদেশের সকল জেলায় একাধিকবার গমন করেন। তিনি নিয়মিতভাবেই তার মন্ত্রণালয়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সারপ্রাইজ ভিজিটে যেতেন। এর মাধ্যমে তিনি মন্ত্রণালয় ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তাদের দুর্নীতি কমানোর চেষ্টা করেন এবং অনেকটা সফলও হন। তিনি দেশের ৬৪টি জেলায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিশু সদন (সরকারী এতিমখানা) নির্মাণ করেন। ২০০১ সালে যখন তিনি সমাজকল্যাণ

সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্য সবসময়ই আন্তরিক ছিলেন শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন, তখন একটি দুর্বল বা লো-প্রোফাইল মিনিস্ট্রি হিসেবে স্বীকৃত হলে ৫ বছরে তিনি এই মন্ত্রণালয়কে হাই-প্রোফাইল মন্ত্রণালয়ে পরিণত করেন।

তাঁর প্রচেষ্টায় ২০০৪ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম প্রতিবন্ধী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি 'মুক্তা' নামক একটি মিনারেল ওয়াটারেরও প্রবর্তন করেন- যা প্রতিবন্ধীদের দ্বারা প্রস্তুত এবং বাজারজাত হয়। তিনি বাংলাদেশের আনাচে

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধীদের মধ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

কানাচে ঘুরে নিঃস্ব ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে সামনে এগিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন। এর ফলে গ্রামের অভাবী মানুষ সুদখোর মহাজন এবং বেসরকারি সংস্থার হাত থেকে মুক্ত হয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে ঋণ নিতে শুরু করে। এই উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের নাম তখন বিশ্ব দরবারে ভিন্নভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত হয়।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ২০টিরও বেশি দেশে ভ্রমণ করেছেন। এই সব দেশে তিনি সরকারের প্রভাবশালী, গণ্যমান্য শীর্ষ ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তাঁর ভ্রমণ করা উল্লেখযোগ্য দেশের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমীরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন, জাপান, থাইল্যান্ড ও তুরস্ক।

আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ১৯৭৩ সালে বেগম তামান্না-ই-জাহানকে বিবাহ করেন। তামান্না-ই-জাহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মহানগরী মহিলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি এবং কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ এবং তামান্না-ই-জাহানের ৩ পুত্র এবং এক কন্যা।

www.pathagar.com

শহীদ আলী আহসান মোঃ মুজাহিদের বিরুদ্ধে আনীত তথাকথিত মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় রয়েছে নানা অসঙ্গতি

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদকে মৃত্যুদণ্ড দেয় আদালত। ডিফেন্স টিমের আইনজীবীগণ মামলার নানা অসঙ্গতি ট্রাইব্যুনাল ও আপিল বিভাগে স্বার্থকভাবেই উপস্থাপন করেন।

আসুন এক নজরে শহীদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও তার অসংগতিগুলো দেখে নিই :

বুদ্ধিজীবী হত্যার অভিযোগের সমর্থনে রাষ্ট্রপক্ষ দুইজন সাক্ষী হাজির করে- রুস্তম আলী মোল্লা ও জহির উদ্দিন জালাল। ১৯৭১ সালে রুস্তম আলী মোল্লার বয়স ছিল ১৪ বছর এবং জহির উদ্দিন জালালের বয়স ছিল ১৩ বছর। রুস্তম আলী মোল্লা নিজেকে এই ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে দাবি করলেও ***তার সাক্ষ্যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান। আর জহিরউদ্দিন জালাল একজন শোনা সাক্ষী।***

রুস্তম আলী মোল্লা শহীদ মুজাহিদকে আর্মি অফিসারের সাথে ষড়যন্ত্র এবং পরিকল্পনা করতে দেখেনি। সে দাবি করেছে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার ৩/৪

www.pathagar.com

মাস পর শহীদ মুজাহিদকে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের গেইটে দেখেছে। সে স্বীকার করেছে যে, শহীদ মুজাহিদকে সে পূর্ব থেকে চিনতো না। গেইটে প্রহরারত ব্যক্তিরা বলাবলি করছিল যে, গোলাম আযম, নিজামী ও মুজাহিদ কলেজে এসেছেন এবং তখন সে মুজাহিদ সাহেবকে চিনতে পারে। ***রুস্তম আলী মোল্লার সাক্ষ্যে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সে পূর্ব থেকে এই তিন জনের কাউকেই চিনতো না। কেউ তাকে সুনির্দিষ্টভাবে মুজাহিদ সাহেবকে চিনিয়েও দেয়নি। তাহলে প্রশ্ন জাগে, পূর্ব থেকে না চেনা সত্ত্বেও কিভাবে সে নিজেই কলেজের গেইটে মুজাহিদ সাহেবকে চিহ্নিত করল?*** তর্কের খাতিরে রুস্তম আলী মোল্লার কথা সত্য বলে ধরে নিলেও এর দ্বারা কি আদৌ এটি প্রমাণিত হয় যে, ***তিনি আর্মি অফিসারের সাথে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করেছেন?***

জহির উদ্দিন জালাল তার সাক্ষ্যে বলেছেন, নিজামী, মুজাহিদরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আসতেন-এই খবরগুলো রুস্তম আলী মোল্লা কেরানীগঞ্জে তাকে জানিয়েছে। অন্যদিকে তদন্তকারী কর্মকর্তা জেরায় স্বীকার করেছেন রুস্তম আলী মোল্লা তদন্তকালে তার কাছে বলেনি যে, বিচ্ছু জালাল নামে কারো সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। ***সুতরাং জালালের দাবি অসত্য প্রমাণিত।***

রুস্তম আলী মোল্লার পিতা মো. রহম আলী মোল্লা ১৯৭১ সালে ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা জেরায় স্বীকার করেছেন যে, তিনি আজও জীবিত আছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ এই মামলায় তাকে সাক্ষী হিসেবে ট্রাইব্যুনালে হাজির করেনি। ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মুহিবুল্লাহ খান মজলিস এবং তার ছেলে বর্তমান অধ্যক্ষ তারেক ইকবাল খান মজলিসকেও (যিনি ১৯৭১ সালে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন) সাক্ষী হিসেবে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়নি। অধিকন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৯৭১ সালে অত্র কলেজে কর্মরত কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর সাথে কথাবার্তা বলেননি এবং তাদের কাউকে সাক্ষী মান্য করেননি। ***প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিবর্গ জীবিত থাকা স্বত্ত্বেও অপ্রাপ্তবয়স্ক একজন ব্যক্তির সন্দেহজনক ও প্রশ্নবিদ্ধ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শহীদ মুজাহিদের মৃত্যুদণ্ড কিভাবে বহাল রাখা হয়েছে?***

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে আর্মি অফিসারের সাথে বুদ্ধিজীবী হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু তিনি কবে কোথায় কোন্ আর্মী অফিসারের সাথে এই ষড়যন্ত্র করেছেন এই মর্মে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য-প্রমাণ রাষ্ট্রপক্ষ উপস্থাপন করতে পারেনি। উল্লেখ্য, ***এই কথিত ষড়যন্ত্রের ফলে কে কাকে কোথায় কখন কিভাবে হত্যা করেছে এই মর্মে কোন মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি।***

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপক্ষের আনীত ১ নং অভিযোগে সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেনকে হত্যার কথা উল্লেখ থাকলেও মহামান্য আপিল বিভাগ অত্র অভিযোগ থেকে শহীদ মুজাহিদকে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন। অর্থাৎ ***সুস্পষ্ট হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকার একটি মাত্র যে অভিযোগ শহীদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল, তা থেকেও সর্বোচ্চ আদালত জনাব মুজাহিদকে খালাস প্রদান করে।***

শহীদ মুজাহিদকে আলবদরের কমান্ডার হিসেবে সাজা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্নমালার কোন সদুত্তর রাষ্ট্রপক্ষ দিতে পারেননি-

- কে কখন কোথায় কিভাবে শহীদ মুজাহিদকে আলবদরের কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন?
- তিনিই কি আলবদরের প্রথম এবং শেষ কমান্ডার? তার আগে এবং পরে কে বা কারা এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন?
- রাষ্ট্রপক্ষের ভাষ্যমতে ১৯৭১ সালের মে মাসে জামালপুরে মেজর রিয়াজের প্রচেষ্টায় আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। ঐ সময় শহীদ মুজাহিদ ঢাকা জেলা ছাত্র সংঘের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। তাহলে ঢাকায় বসে কিভাবে তিনি জামালপুরে গঠিত আলবদর বাহিনীর কমান্ডার হলেন?
- অধ্যাপক মুনতাসির মামুন সম্পাদিত 'দি ভ্যাঙ্কুইশড জেনারেলস' বইয়ে রাও ফরমান আলী এবং জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি স্বীকার করেছেন যে, আলবদর বাহিনী সরাসরি আর্মির কমান্ডে এবং কন্ট্রোলে পরিচালিত হতো। প্রশ্ন হলো শহীদ মুজাহিদ একজন ছাত্রনেতা হয়ে কিভাবে এই বাহিনীর কমান্ডার হলেন? এই বইটি ডিফেন্স আইনজীবীগণ পুনর্বিবেচনার

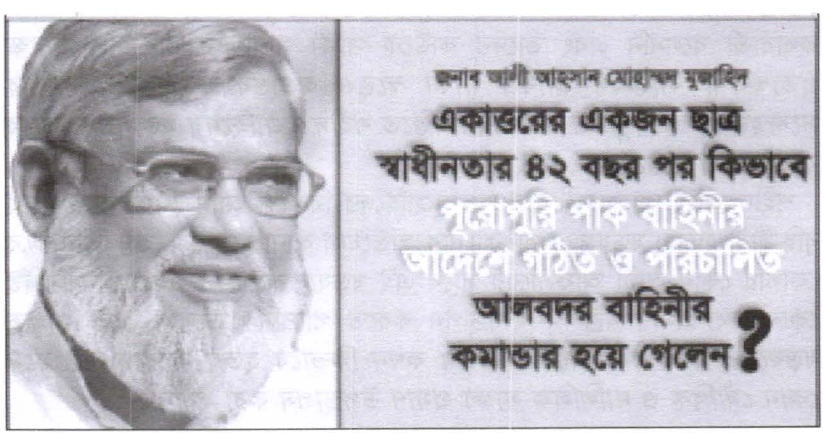

www.pathagar.com

আবেদনের সাথে নতুন দালিলিক সাক্ষ্য (Fresh Evidence) হিসেবে দাখিল করেছিলেন। কিন্তু আদালত এই দালিলিক সাক্ষ্যকে বিবেচনায় নেননি।

- জেরায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে, তার তদন্তকালে রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বা শান্তি কমিটির সংশ্লিষ্ট কোন তালিকায় আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের নাম ছিল মর্মে তিনি কোন প্রমাণ পাননি। তাহলে আদালত কিসের ভিত্তিতে তাকে আলবদরের কমান্ডার সাব্যস্ত করলেন?

- স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে (১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত) তদানীন্তন জাতীয় গণমাধ্যমে আল-বদর কর্মকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ ছাপা হয়েছে; এমনকি ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তাদেরকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। অথচ ঐসব সংবাদ ও বিজ্ঞপ্তিতে শহীদ মুজাহিদের নাম কেউ উল্লেখ করেনি। সত্যিই যদি তিনি আল-বদর বাহিনীর শীর্ষ কমান্ডার হতেন, তাহলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তার নাম কেউ উল্লেখ করেনি কেন?

- বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নিয়ে ১৯৭২ সালে দালাল আইনে ৪২টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কোনটিতেই শহীদ মুজাহিদকে আসামী করা হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ এই মামলাগুলোর নথি আদালতে উপস্থাপন করেনি। অথচ ৪২ বছর পর কিভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সকল দায়-দায়িত্ব তার উপর চাপানো হয়েছে?

- ১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য জহির রায়হানকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রথিতযশা সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম এবং ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এই কমিটির সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষ এই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তদন্ত রিপোর্ট ট্রাইব্যুনালে জমা দেয়নি এবং তদন্তকালে তাঁদের কারো সাথে আলোচনাও করেনি। কেন রাষ্ট্রপক্ষ এই তদন্ত রিপোর্ট জাতির সামনে প্রকাশ করেনি?

আপিল বিভাগ সুনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে হত্যার জন্য শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারেননি। আন্দাজ ও অনুমানের উপর ভিত্তি করে ১৯৭১ সালে নিহত সকল বুদ্ধিজীবী হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার জন্য তাকে দায়ী করা হয়েছে।

www.pathagar.com

অভিযোগ গঠনের পর শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ট্রাইব্যুনালে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন

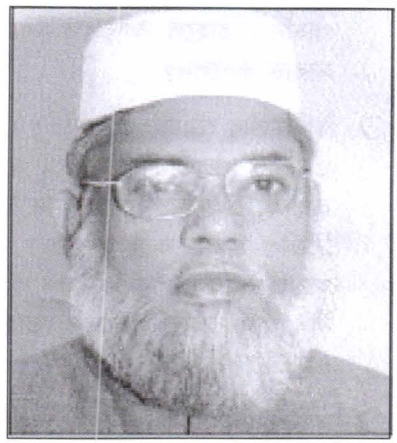

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের সময় ট্রাইব্যুনালে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে নিজেকে একশত ভাগ নির্দোষ দাবি করে বলেন, স্বাধীনতার ৪০ বছরেও আমার বিরুদ্ধে দেশের কোথাও কোন মামলা তো দূরের কথা একটি সাধারণ ডায়েরিও হয়নি। অথচ আজ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কারণেই আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। আর এ বিচারে আমার জন্মগত অধিকারটুকুও কেড়ে নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আজ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি, আল্লাহ সাক্ষী, আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান এ টি এম ফজলে কবিরের নেতৃত্বে অপর দুই সদস্য ওবাইদুল হাসান ও শাহিনুর ইসলাম মুজাহিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠ করে দোষী না নির্দোষ এমন প্রশ্ন করলে আদালতের অনুমতি নিয়ে মুজাহিদ তার অবস্থান তুলে ধরে এসব কথা বলেন। ট্রাইব্যুনাল মুজাহিদকে তার বক্তব্য দেয়ার জন্য পাঁচ মিনিট সময় বেঁধে দেয়।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ তার বক্তব্যের শুরুতেই ট্রাইব্যুনালের তিন সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি কখনো পলাতক ছিলাম না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রকাশ্যে চলাফেরা করেছি। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে আমি ফরিদপুরে বায়তুল মোকাদ্দেস মসজিদ কমপ্লেক্স, ইয়াতিমখানা ও নারায়ণগঞ্জে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছি। অথচ বাংলাদেশের কোথাও আমার বিরুদ্ধে মামলা হয়নি, জিডি হয়নি। অভিযোগপত্রে উল্লেখিত স্থানগুলোতেও আমার বিরুদ্ধে মামলা বা জিডি নেই। অপরাধী বা

www.pathagar.com

অভিযুক্তের কোন তালিকাতেই আমার নাম নেই। অপরাধ করে থাকলে এরূপ হওয়া মোটেও স্বাভাবিক ছিল না।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে আমি ছাত্র ছিলাম। ছাত্র হিসেবে, ছাত্র সংগঠন হিসেবে আলাদা সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব ছিল না। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে না পারলেও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি। স্বাধীনতা সুরক্ষা, দেশ-জাতি জনগণের উন্নতি অগ্রগতির জন্য প্রতিটি ক্ষণ-মুহূর্ত ব্যয় করে আসছি। এর কোন ব্যত্যয় হয়নি। এটা আল্লাহর অপার মহিমা। দেশ, জাতি, জনগণও আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করেছে। আমার বাড়িতে, গাড়িতে জাতীয় পতাকা দিয়েছে। তাই জনগণকে সশ্রদ্ধ সালাম। বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাই-বোনদের জানাই আন্তরিক সালাম,

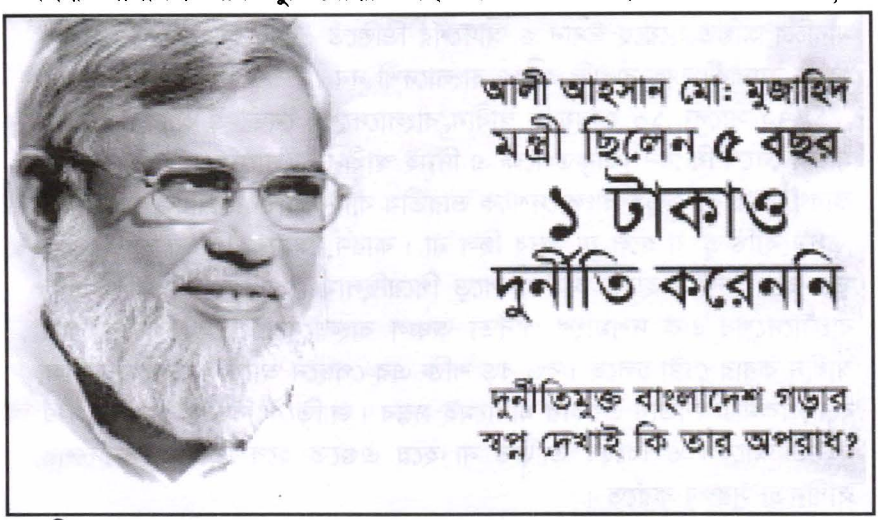

অভিনন্দন।

মুজাহিদ স্পষ্ট করে বলেন, মূলতঃ ৩টি কারণে আমাকে আজ অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। ***প্রথমত যুদ্ধাপরাধ ইস্যুর জন্মদাতা আওয়ামী লীগ নয়। যারা এর নেপথ্যে মূল শক্তি, তারা ইসলামী রাজনীতি তো বটেই, সংবিধানে বিসমিল্লাহ্ শব্দটি পর্যন্ত বরদাশত করতে নারাজ। আর আমি ইসলামী রাজনীতি করি। কাজেই আমাকে এই বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। দিন দিন এর শক্তি বাড়ছে, জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আমি তার একজন নেতা, এখন আমি সেক্রেটারি জেনারেল। তৃতীয়ত, আওয়ামী লীগ প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছে বিএনপির সাথে জোট করার জন্য।***

www.pathagar.com

রাজনৈতিক মেরুকরণে আওয়ামী লীগ বিরোধী শিবিরে থাকার কারণে আমাকে আজ কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

মুজাহিদ আরো বলেন, তদানীন্তন জামায়াত নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন। মরহুম শেখ সাহেব নিজেও এই পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা সকলেই পাকিস্তান এক রেখেই সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য শেখ সাহেব আলোচনা চালিয়েছিলেন। অধ্যাপক গোলাম আযম নির্বাচনে বিজয়ী শেখ সাহেবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যাহত দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এর পর পাকিস্তান থেকেই পূর্ব পাকিস্তান। সেই পূর্ব পাকিস্তান থেকেই আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। সেটাই মানচিত্র। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে ঈমান ও আদর্শের ভিত্তিতে। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জী ভাল বাঙালি হলেও বাংলাদেশী নন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের নেতা ও আর্কিটেক্ট শেখ মুজিব দেশে ফিরেন। প্রকৃতপক্ষে এ দিনই স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা যাত্রা। কারণ, তার ব্যক্তিত্বই বাংলাদেশকে ভারতীয় বাহিনী মুক্ত করেছিল। ঐ পাহাড়সম ব্যক্তিত্ব না হলে যা সম্ভব ছিল না। কারণ, আমরা পিণ্ডির হাত থেকে মুক্ত হয়ে দিল্লীর হাতে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, বাংলাদেশের এক দশমাংশ পার্বত্য অঞ্চল বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন করার চেষ্টা চলছে। বড় বড় শক্তি এর পেছনে আছে। এর মোকাবিলা করা একমাত্র জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমেই সম্ভব। জাতিকে বিভক্ত করে নয়। এ মুহূর্তে আবেগ ও বিদ্বেষ তাড়িত না হয়ে এগুতে হবে প্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সুরক্ষা করতে।

তিনি বলেন, ***১৯৭১ সালে আমি ছাত্র ছিলাম। জাতীয় কোন সিদ্ধান্তে ছিলাম না। তখন আমাকে ফ্যাক্টর মনে করা হয়নি। যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধে ছাত্র আসামি হয়েছে পৃথিবীতে এর একটি দৃষ্টান্তও নেই। এটা স্পষ্ট যে, আমার আজকের অবস্থানই আমাকে আসামি বানিয়েছে।*** তিনি বলেন, আপনারা ভাল করেই জানেন যে, আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। অন্যদিকে ১৯৭৩ সালের এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল পাকিস্তানী ১৯৫ জন সামরিক কর্মকর্তার বিচারের জন্য। ফলে আমি দারুণভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত ও আরোপিত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। অর্থাৎ এ বিচারে আমার জন্মগত অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ অপরাধীকে দেয়া অধিকার ও সুযোগটুকুও আমাকে

www.pathagar.com

দেয়া হয়নি। তাই বিচারের কাঠগড়ায় আমি অসহায় ও মজলুম।

আপনারা আমার চেয়ে ভাল করেই জানেন যে, প্রমাণের অভাবে অপরাধী ছাড়া পেতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিরপরাধ কাউকে শাস্তি দেয়া যায় না। ন্যায় বিচারের এ ভিত্তিটিই বাংলাদেশের আইনে, ইসলামী আইনে এবং আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত। এ জন্যই বিচারকের আসনটি এত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। ন্যায় বিচারের জন্য রয়েছে অভুতপূর্ব ও অফুরন্ত পুরস্কার। অন্যদিকে অন্যায় বিচার হলে আল্লাহর আরশ কেপে ওঠে। আপনারা অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এ জায়গায় এসেছেন। আপনারা ন্যায় বিচার করতে চান। আল্লাহর দরবারে একান্তে মুনাজাত করি, আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন। বলিষ্ঠতা দান করুন।

তিনি বলেন, যে সমস্ত অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তা ঠেকানোর জন্যই ইসলামী রাজনীতি করি। নেতৃত্ব তো বটেই জামায়াতের কোন সদস্যও এ ধরনের দোষে পরোক্ষভাবেও সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে না। ৪০ বছর পূর্বে এ কু-অভ্যাস থাকলে এখনও তা দেখা যেত। কারণ অভ্যাস বদলায় না।

আমাদের বিরুদ্ধে মামলার নেপথ্য শক্তি খুবই চৌকস। অভিযোগনামা এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ভাষা এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে আওয়ামী লীগ ক্ষিপ্ত হয়। প্রতিবেশী দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এবং আমাদের দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব বিভ্রান্ত হয় এবং বিরাগভাজন হয়।

তিনি বলেন, আল্লাহর রহমতে আমার জীবনে অভ্যাস হচ্ছে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলা। আল্লাহকে ভয় করি। আদালতে আখিরাতের জবাবদিহিতাকে ভয় করি। সবাইকে ফাঁকি দেয়া যায়, কিন্তু আল্লাহকে ফাঁকি দেয়া যায় না। আনীত অভিযোগ সত্য হলে স্বীকার করে নিতাম। এটাই কুরআন-হাদীসের শিক্ষা। ***তাই আমি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি আল্লাহ সাক্ষী, আমি একশত ভাগ নির্দোষ, আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।***

www.pathagar.com

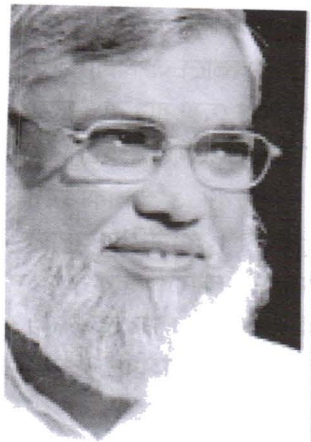

"ভয় করো না, ফাঁসি হলেও ইসলামের জন্য আন্দোলন চলবে"

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

ফাঁসির রায় শুনে শহীদ মুজাহিদের প্রতিক্রিয়া

ফাঁসির রায় শুনে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ বললেন, "আমি ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীদের প্রদত্ত জবানবন্দী, জেরা ও আরগুমেন্ট অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনেছি। আমাকে ঐসব মিথ্যা অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করার কোন সুযোগ নেই। প্রসিকিউশন আমার বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগই প্রমাণ করতে পারেনি। এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের কোথাও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সংঘটিত কোন অপরাধের কিংবা আমার আল-বদর, শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-শামস বা এই ধরনের কোন সহযোগী বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ততা ছিল এমন কোন তথ্য তিনি তার তদন্তকালে পাননি। এর পরও মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আমাকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করেছেন। আমি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

তিনি বলেন, "প্রতিদিন বাংলাদেশে শত শত লোক স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। এসব মৃত্যুর সাথে ফাঁসির আদেশের কোন সম্পর্ক নেই। কখন, কার, কিভাবে মৃত্যু হবে সেটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেন। আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন সাধ্য কারো নেই। সুতরাং ফাঁসির আদেশে কিছু যায় আসে না। আমি মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণায় উদ্বিগ্ন নই।"

তিনি বললেন, "অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা গোটা মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে তার জন্য আমি মোটেই বিচলিত নই। আমি আল্লাহর দ্বীনের উদ্দেশ্যে আমার জীবন কুরবান করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি।

www.pathagar.com

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনি ও মানবাধিকার সংস্থার প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে তথাকথিত মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার যে বিচারের মুখোমুখি করেছে, তা মূলত পরিচালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ এর আওতায়। এই আইনটি ১৯৭৩ সালে প্রণীত হলেও এর মাধ্যমে কখনোই বাংলাদেশী নাগরিককে বিচার করা হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের যেসব নাগরিক পাকিস্তানীদের নানা ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন, তাদের বিচারের জন্য পৃথক একটি আইন করেছিলেন যা দালাল আইন নামে পরিচিত। ঐ আইনের আওতায় জামায়াতের নেতৃবৃন্দের যারা আজ বিচারের মুখোমুখি, তাদের কারও বিরুদ্ধে মামলা হয়নি। আর বর্তমান যে আইনে জামায়াত নেতাদের বিচার করা হচ্ছে তা মূলতঃ করাই হয়েছিলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেই সব কর্মকর্তাদের বিচার করার জন্য যারা মূলতঃ যুদ্ধাপরাধের সাথে যুক্ত ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই যে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীকে সনাক্ত করা হয়েছিল, তাদের মূলতঃ এই আইনে বিচারের কথা ছিল। তবে সে সময়ের সরকার তাদের বিচার না করে বরং একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে তাদের সবাইকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

এই আইনে যারা অভিযুক্ত হয়, তাদের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার থাকে না। এই আইনে বিচারাধীন অভিযুক্তদের বিচারের বেলায় প্রচলিত ফৌজদারী আইন ও সাক্ষ্য আইন প্রযোজ্য হয় না। ফলে বলা যায়, মোটামুটি হাত পা বেধে একজন মানুষকে সাগরে ফেলে দেয়ার মত একটি পরিস্থিতি হয়। এই কারণে আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ ও সকল মানবাধিকার সংস্থা এই আইনকে কালো ও জংলী আইন হিসেবে অভিহিত করেছেন।

এই বিচার শুরু হওয়ার পর থেকেই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক বার এসোসিয়েশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক দূত স্টিফেন জে র‍্যাপ, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞ স্টিভেন কে কিউসি, টবি ক্যাডম্যান, জন ক্যামেক, এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বৃটিশ প্রখ্যাত আইনবীদ লর্ড কার্লাইল, লর্ড এ্যাভিবুরি, মানবাধিকার সংস্থা

www.pathagar.com

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, সেন্টার ফর জাস্টিস এন্ড একাউন্টিবিলিটি (সিজেএ), আন্তর্জাতিক আইন ও বিচার বিষয়ক সংস্থা নো পিস উইদাউট জাস্টিস এবং 'নন ভায়োলেন্ট রেডিক্যাল পার্টি, ট্রান্সজেকশনাল এবং ট্রান্সপার্টি'-এনআরপিটিটিসহ বিভিন্ন সংস্থা সমালোচনা করেছেন। তারা এই আইনকে ত্রুটিপূর্ণ, বিচারকে পক্ষপাতদুষ্ট উল্লেখ করে একে আন্তর্জাতিক মান সম্মত করার পক্ষে জোর দাবী জানান।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের মৃত্যুদণ্ড আপীল বিভাগ বহাল রাখার পরও একইভাবে এই মানবাধিকার সংগঠনগুলো মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করে পুনরায় নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ সম্পাদন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানায়।

ফাঁসি 'অবিলম্বে স্থগিত করার' আহ্বান এইচআরডব্লিউর; মুজাহিদ তার অধীনস্তদের অপরাধের উসকানি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হলেও অধীনস্ত কাউকেই আদালতে হাজির করা হয়নি বলে অভিযোগ সংস্থাটির...

বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতা আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের মৃত্যুদণ্ড অবিলম্বে স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সংস্থাটি এই দুইজনের মামলার 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনারও' দাবি জানিয়েছে।

যুদ্ধাপরাধের দায়ে মুজাহিদ ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আয়োজন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন তা স্থগিত করার দাবি জানাল নিউইয়র্ক ভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাটি।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে এইচআরডব্লিউ'র এশীয় পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, 'অস্বচ্ছ বিচারে প্রকৃত ন্যায়বিচার হয় না, বিশেষ করে যখন মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা হয়,' বলেন অ্যাডামস। বিবৃতিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মুজাহিদ ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড আগের মামলাগুলোর মতই 'বিরক্তিকর ধরণ' থেকে উদ্ভূত।

মুজাহিদ তার অধীনস্তদের অপরাধের উসকানি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হলেও অধীনস্ত কাউকেই আদালতে হাজির করা হয়নি। তার রিভিউ পিটিশন শুনানির আগ মুহূর্তে তার একজন আইনজীবীর বাসায় তল্লাসি চালানো হলে তিনি

www.pathagar.com

আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন। তার অন্য একজন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, 'ন্যায়বিচারের মূলনীতি হলো রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষকে সমান চোখে দেখা। কিন্তু আইসিটি (যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল) এই নীতি নিয়মিতভাবে অগ্রাহ্য করেছে, যাতে মনে হয়েছে তারা অভিযুক্তদের দণ্ড দিতেই উদগ্রিব।'

'সব মামলাতেই অভিযুক্তদের সাক্ষীদের একাংশকে সাক্ষ্য দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাদের আইনজীবীদের নিয়মিত হয়রানি ও নিপীড়ন করা হয়েছে, আসামি পক্ষের সাক্ষীদের শারীরিকভাবে হুমকি দেয়া হয়েছে এবং সাক্ষীরা সাক্ষী দিতে দেশে আসার অনুমতি পাননি,' অভিযোগ করেন অ্যাডামস।

বিবৃতিতে আইসিটি আইনের সংশোধনের আহ্বান জানানো হয় এবং বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক সাবেক রাষ্ট্রদূত স্টিফেন র‍্যাপ ন্যায়বিচারের জন্য আইন সংশোধনে বাংলাদেশ সরকারকে দীর্ঘদিন পরামর্শ দিয়ে আসলেও চলতি সপ্তাহে তিনি মুজাহিদ ও সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর রায়ে 'অবিচার' হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন।

মুজাহিদ ও সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর পুনঃবিচার চেয়েছে মার্কিন সংস্থা সিজেএ

আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ও সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মামলার পুনঃবিচারের আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার সংগঠন সেন্টার ফর জাস্টিস এন্ড একাউন্টিবিলিটি (সিজেএ)। পাশাপাশি তারা মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম ন্যায্য বিচারের মানদণ্ড অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ রিভিউ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানায়।

গত ১৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সি. ডিক্সোন ওসবার্ণ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের কাছে দেয়া চিঠিতে এ কথা জানিয়েছেন বলে সংস্থার ওয়েবসাইট সূত্রে জানা গেছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, মুজাহিদ ও চৌধুরীর বিচারে যথার্থ প্রক্রিয়া অনুসরণের অভাবের কারণেই সিজেএ গণসম্মুখে এই বিবৃতি দিয়ে উদ্বেগের কথা জানাচ্ছে।

চিঠিতে ডিক্সোন ওসবার্ণ বলেন, মুজাহিদ ও চৌধুরী মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি। কিন্তু তারা যথাযথভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাননি। নৃশংসতার সাথে যারা জড়িত তাদের বিচার অবশ্যই হতে হবে, কিন্তু সেটা ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের চলমান মানবতা বিরোধী বিচারকে বিরোধী নেতা হত্যার কৌশল হিসেবেই দেখছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও আইনী সংস্থাগুলো....প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের কড়া সমালোচনায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

বাংলাদেশের চলমান মানবতা বিরোধী বিচারের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অভিযোগ বহুদিনের। তারা সবসময়ই অভিযোগ করে আসছেন বিচারের মান ও স্বচ্ছতা নিয়ে। এই বিচারকে বিরোধী দল দমনের একটি হাতিয়ার হিসেবেই দেখছেন তারা।

এরই অংশ হিসেবে ন্যায্য বিচারের মানদণ্ড লংঘনে আন্তর্জাতিক আইন ও বিচার বিষয়ক সংস্থা নো পিস উইদাউট জাস্টিস এবং 'ননভায়োলেন্ট রেডিক্যাল পার্টি, ট্রান্সজেকশনাল এবং ট্রান্সপার্টি'-এনআরপিটিটি পুনরায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সেই সাথে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ও সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড স্থগিতে সোচ্চার হতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা। এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে একটি প্রতিনিধিদলকেও বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য তারা ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রতিও আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তারা বলেন, আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ এবং সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীর বিচারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি সামনে আসছে। বিচারের এই প্রক্রিয়া জাতিকে ভবিষ্যতে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অশনিসঙ্কেত।

www.pathagar.com

শহীদ মুজাহিদের ছোট ছেলে আলী আহমাদ মাবরুর বলেন, "২১ নভেম্বর রাত ৮টা। আমি তখন পুরানা পল্টনস্থ আইনজীবীদের চেম্বারে। পরিবারের বাকি সবাই উত্তরাস্থ বাসভবনে। হঠাৎ বাসা থেকে ফোন- আমাদেরকে মানে পরিবারকে নাকি শেষ সাক্ষাতের জন্য যেতে বলেছে ডেপুটি জেলার মিসেস শিরিন। আমার বড় ভাই আলী আহমদ তাজদীদকে ফোন দিয়ে রাত ৯টার মধ্যে কারাগারে পৌঁছুতে বলেছে। আমি সাথে সাথে তাদের বললাম, আমি তো কাছেই আছি। আপনারা জলদি বের হন। আমি সাথে সাথেই সংগঠনের সবাইকে অবহিত করলাম এবং তাদের কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা করলাম- শেষ সাক্ষাত কোন পরামর্শ আছে কিনা তা আইনজীবীদের জানালাম। তারপর অযু করে কারাগারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম ।"

আমাদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মোট ২৫ জন সদস্য সেদিন কারাগারে গিয়েছিলাম। রাত ১১টার দিকে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। ঢোকার পর প্রয়োজনীয় তল্লাশি শেষে রাত ১১.২০ মিনিটে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সেল রজনীগন্ধায় পৌঁছলাম। রজনীগন্ধা সেলের একেবারে ডানকোনায় ৮ নং সেলে ছিলেন আব্বা। এর আগে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ও শহীদ মুহাম্মাদ কামারুজ্জামানও সেই কক্ষটিতেই ছিলেন। আমি ধারণা করেছিলাম, যেহেতু এত লোক যাচ্ছি শেষ সাক্ষাত। আব্বা হয়তো আমাদের জন্য তৈরি হয়ে বসে থাকবেন। কিন্তু আমরা রুমের বাইরের করিডোরে বা রুমের ভেতরে দাঁড়ানো কোন অবস্থাতেই আব্বাকে পেলাম না। ভেতরে তাকিয়ে দেখি, আব্বা শুয়ে আছেন। ***পরে বুঝলাম গভীর ঘুমে আছেন। ডান দিকে কাত হয়ে গালের নিচে হাত দিয়ে সবসময় যেভাবে ঘুমাতে দেখেছি সেভাবেই তিনি ঘুমাচ্ছেন। গায়ের উপর কাঁথা নেই, ছোট রুমের মাটিতে জায়নামাজের উপর শুয়ে আছেন। মাথার নিচে কোন বালিশও নেই।*** আমার বোন, আমরা সবাই আব্বা আব্বা বলে ডাকছি। আর আমার ভাইয়ের ছেলেরা ডাকছে দাদা দাদা বলে। কিন্তু আব্বার কোন সাড়া শব্দ নেই। যেন ঘুমের সাগরে তলিয়ে আছেন তিনি। এভাবে প্রায় মিনিট খানেক ডাকাডাকির পর আব্বা একটু গুঙ্গিয়ে বললেন, কে কে? তারপর আমাদের দেখে বললেন: "ও তোমরা আসছো। এত রাতে কি

www.pathagar.com

ব্যাপার? তোমাদের কি কারা কর্তৃপক্ষ ডেকেছে? এটা কি শেষ সাক্ষাত? ততক্ষণে তিনি উঠে বসেছেন। "আমাকে তো জেল কর্তৃপক্ষ কিছু জানায়নি। তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ।" কিছুটা সময় তিনি বসেই থাকলেন। মনে হলো গভীর ঘুম থেকে উঠার কারণে, পাশাপাশি আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর দিক নির্দেশনাগুলো গুছানোর জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইছেন।

আমরা তাকে উত্তর দিলাম, জ্বী আব্বা, আমরা আমাদের শহীদ হতে যাওয়া বাবার কাছে আসছি। আমরা আমাদের গর্বের ধনের কাছে এসেছি। আমার বোন বললো, আমরা আমাদের মর্যাদাবান পিতার সাথে দেখা করতে এসেছি। আমাদেরকে ওরা আজ শেষ বারের জন্য আপনাকে দেখার জন্য ডেকেছে। তিনি এভাবে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। বসে বসেই আমাদের কথা শুনলেন। আম্মা বললেন, উঠে আসো। সব শুনে তিনি বললেন 'ও আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ।'

বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি উঠলেন, দাঁড়ালেন। ফিরোজা রং এর গেঞ্জী, সাদা

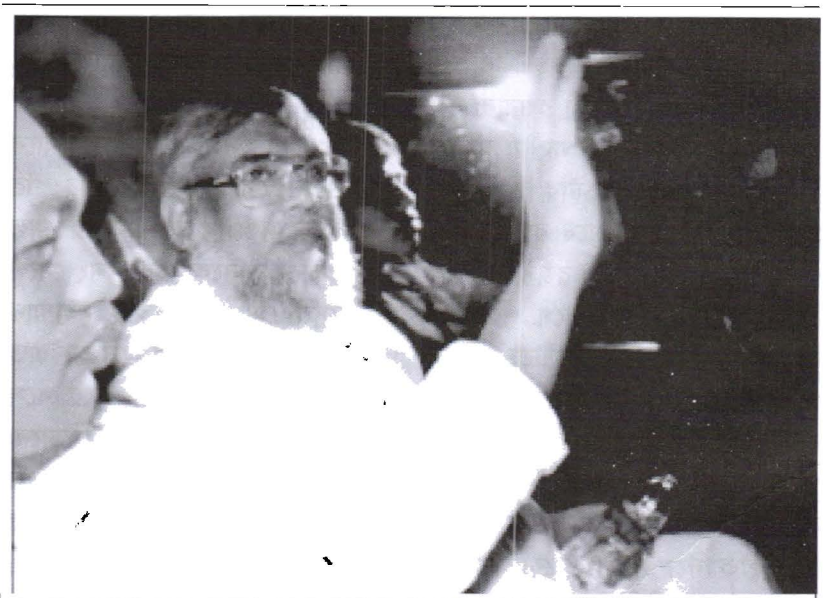

নীলের স্ট্রাইপের পায়জামা পরা ছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ স্যান্ডেল খুঁজলেন। পরে খুঁজে পেয়ে স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন কে কে এসেছ; কয়জন, আমিই একটু দেখি (সেই সময় লাইটের আলো কম থাকায় ভেতর দিকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। সেলের লোহার দরজার বাইরে নেটের দরজা দিয়ে লাগানো ছিল। পরে আমার বড় ভাই সেই দরজাটি খুলে দিলেন।

www.pathagar.com

আমরা পরিবারের সদস্যরা আগে একে একে সালাম দিলাম। তারপর আত্মীয়রা। আমার বড় ভাইয়েরা প্রত্যেকের নাম বলে দিচ্ছিলেন কারা সেদিন সাক্ষাতে গিয়েছিল। কিন্তু আব্বা বললেন দাঁড়াও আমিই দেখে নেই। তারপর সবাই একটু জোরে নিজেদের নাম বলে উপস্থিতি জানান দিলেন। কিন্তু আব্বা আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে কাছে ডেকে তাদের সাথে হাত মিলাতে শুরু করলেন। একে একে সবাই শিকের ভেতর দিয়ে হাত মেলালেন। প্রত্যেকটা মানুষের সাথে তিনি তাদের খোঁজ খবর নিলেন। যার যা সমস্যা সেটা নিয়েই তিনি আলাপ করলেন। প্রত্যেকে সেল দিয়ে বের হয়ে থাকা তার দুটি হাত ছুয়ে সালাম দিলেন। কেউ বা চুমু দিলেন। শেষ করে বললেন, কারও সাথে মুসাফ-হ করা বাদ যায়নি তো?

আব্বা দাঁড়ানোর পর আমি নিজ থেকেই একটা সূচনা বক্তব্য দিলাম। বললাম আব্বা আপনি শহীদ হতে যাচ্ছেন। আপনি এর মাধ্যমে নিজেকে ও আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মানিত করে যাচ্ছেন। আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতেও সম্মানিত করেছেন, আখিরাতেও সম্মানিত করতে যাচ্ছেন। অতএব মোটেও দুশ্চিন্তা করবেন না। ***আপনাকে আপনার আব্বা, আমার দাদা মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী ইসলামী আন্দোলনের জন্য ওয়াকফ করে গেছেন। আমি মনে করি এ রকম একজন ওয়াকফ হওয়া মানুষের সর্বোত্তম ইতি আজ হতে যাচ্ছে। কেননা, আপনি আপনার ছাত্র জীবন, যৌবন, মাঝবয়স সব আন্দোলনের জন্য ব্যয় করে এখন দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টার কারণে গলায় ফাঁসির দড়ি নিচ্ছেন।*** আপনার শাহাদাতে সবচেয়ে খুশী হবেন আপনার পিতা মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী। কেননা, আপনি তাঁর রেখে যাওয়া ওয়াদা অনুযায়ী জীবন যাপন করে আজ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছেন।

আব্বা এরই মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে সেলের দরজায় স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে লোহার শিক ধরে দাঁড়িয়েছেন। এরপর তিনি প্রথম শব্দ করলেন 'আলহামদুলিল্লাহ'। প্রথম কথা বললেন, ***"তোমরা জেনে রাখ, কারা কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত আমাকে জানায়নি যে তারা আজ আমার ফাঁসি কার্যকর করতে যাচ্ছে। এটা কত বড় জুলুম??"***

তখন একটা আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আব্বা বললেন, কান্নাকাটির দরকার নেই। আমি কিছু কথা বলবো।

এরপর তিনি অত্যন্ত স্বভাবসুলভ তেজোদীপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে, মাথা উঁচু করে অনেকটা ভাষণের ভঙ্গিমায় শুরু করলেন: "নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসু-লিহিল কারীম।" উপস্থিত অন্যরা তখনও একটু আবেগ প্রকাশ করছিল, আব্বা

www.pathagar.com

আবারও বললেন: "নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আসসালাতু আসসালামু আলা সাইয়্যেদুল মুরসালীন। ওয়ালা আলিহী ওয়া সাহাবিহী আজমাইন। আম্মা বা'আদ।"

"আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া। জেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ যে তারা এই সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন। জেল কর্তৃপক্ষ আসলে অসহায়। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই পর্যন্ত আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন এবং আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেছেন। তারা আমাকে একটি লিখিত আবেদনের জন্য যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেন এবং বলেন এটা না হলে তাদের অসুবিধা হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে তারা বলেন, "আপনার যা বক্তব্য আছে তাই লিখে দেন। আর সেই কারণেই এটা বলার পর আমি কনসিকুয়েন্স বুঝেও তাদের সুবিধার জন্য একটি লিখিত আবেদন দিয়েছি।"

আমি প্রশ্ন করলাম, আব্বু আপনি ঐ চিঠিতে আসলে কি লিখেছেন?

উত্তরে তিনি বললেন: "আমি রাষ্ট্রপতিকে লিখেছি, আইসিটি এ্যাক্ট, যদিও এটা অবৈধ ও সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক তারপরও এই বিচারের সময় আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সীমিত সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমার ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইন, সাক্ষ্য আইন প্রযোজ্য ছিলনা। সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আমাকে ট্রাইব্যুনাল ৬ নং চার্জে মৃত্যুদণ্ড দেয়নি। তারা চার্জ ১ কে চার্জ ৬ এর সাথে মিলিয়ে চার্জ ৬-এ মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। আপীল বিভাগ আমাকে চার্জ ১ থেকে বেকসুর খালাস দিয়েছে। চার্জ ৬ এ তারা আমার মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে। অথচ ট্রাইব্যুনাল শুধু চার্জ ৬ এর জন্য আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়নি।

এই চার্জে সাক্ষী মাত্র একজন। ***সে বলেনি, যে কোন বুদ্ধিজীবীকে আমি হত্যা করেছি। কোন বুদ্ধিজীবী পরিবারের সন্তানও এসে বলতে পারেনি যে আমি কোন বুদ্ধিজীবীকে মেরেছি। কোন বুদ্ধিজীবী পরিবার আমার রায়ের পরও দাবী করেনি যে তারা তার পিতা হত্যার বিচার পেয়েছেন।*** আমার অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে যে আমি নাকি আর্মী অফিসারদের সাথে বসে পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু যে সাক্ষী এসেছে সেও বলেনি যে আমি কবে কোন আর্মি অফিসারের সাথে কোথায় বসে এই পরামর্শ করলাম?

সাক্ষী বলেছে আমাকে, নিজামী সাহেব ও অধ্যাপক গোলাম আযমকে দেখেছে। সে আমাদের চিনতো না। পরে আমাদের নাম শুনেছে। অথচ এই অভিযোগটি গোলাম আযমের সাহেবের বিরুদ্ধে আনাই হয়নি। এই অভিযোগে নিজামী ভাইকে যাবজ্জীবন দিয়ে শুধু আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আমি নিশ্চিত যে আমার মৃত্যুদণ্ডের রায় কনফার্ম করে তারপর আমার বিরুদ্ধে বিচারের নামে প্রহসন শুরু করা হয়েছে। (আমরা সকলে তখন চিৎকার করে বললাম শেম)।

আমাকে আমার পরিবার, সংগঠন ও দেশবাসীর কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, কাপুরুষ প্রমাণ করার জন্য দিনভর রাষ্ট্রীয়ভাবে এই মিথ্যাচারের নাটক করা হয়েছে। এই জালিম সরকারের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই আসেনা। (এই সময় তার কণ্ঠে প্রচণ্ড রাগ ও ক্ষোভের সুর প্রকাশ পায়)। আমি নির্দোষ, নির্দোষ এবং নির্দোষ। আমাদের আজ তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করতে যাচ্ছে।

কত বড় স্পর্ধা তাদের যে তারা মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার করার দাবী করে। অথচ তাদের নিজেদের ভেতর মানবতা নেই। তারা ঘুমন্ত অবস্থায় একজন মানুষকে মধ্যরাতে তুলে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এসে বলে এই তাদের শেষ সাক্ষাত এবং এরপরই তাঁর ফাঁসি কার্যকর করা হবে।

তারা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মতো একজন লোককেও একইভাবে মাঝরাতে তুলে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের জন্য ডেকেছে। এটা কেমন মানবতা? আমার মত তিনিও বিচারিক প্রক্রিয়ার যাবতীয় ত্রুটি ও অসংগতি নিয়ে ইংরেজীতে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখেছেন।

তোমরা শুনে রাখো, তোমরা চলে যাওয়ার পর আজ যদি আমার ফাঁসি কার্যকর করা হয় তাহলে তা হবে ঠাণ্ডা মাথায় একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা। তোমরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হবেনা। তোমাদের কিছুই করতে হবে না। আজ আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর এই অন্যায় বিচারিক প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত তাদের প্রত্যেকের বিচার আল্লাহর দরবারে শুরু হয়ে যাবে, বিচার শুরু হয়ে গেছে। তোমাদের কারও কিছু করতে হবে না।

তোমাদেরকে আজ আমি আমার সত্যিকারের জন্ম তারিখ বলি। আমাদের সময় জন্ম তারিখ সঠিকভাবে লিখা হতো না। আমাদের শিক্ষকেরাই ছাত্রদের জন্ম তারিখ বসিয়ে দিতেন। আমার সত্যিকারের জন্ম তারিখ বলি। আমার জন্ম ১৪ আগষ্ট, ১৯৪৭, ২৭ রমজান। আমার চেয়ে শেখ হাসিনা মাত্র ১ মাসের ছোট। তিনি আমাকে ভালভাবেই চিনেন। তিনি ভাল করেই জানেন আমি কোন অন্যায় করিনি। কেননা তার সাথে আমার দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস।

আমি পবিত্র মক্কা নগরীতে ওমরাহ করেছি অসংখ্যবার। আর আল্লাহর রহমতে হজ্ব করেছি ৭ থেকে ৮ বার। আমার বাবার কবর পবিত্র নগরী মক্কায় জান্নাতুল

www.pathagar.com

মাওয়াতে। সেখানে তার কবর উম্মুল মুমেনীন খাদিজার (রা.) পাশে, বেশ কয়েকজন সাহাবীর কবর আছে আলাদা ঘেরাও করা, তার ঠিক পাশে। এখানে অনেক নবী-রাসুলদের কবরও আছে। আমি এই পর্যন্ত যতবার ওমরাহ করেছি, যাদেরকেই সাথে নিয়েছি তাদের প্রত্যেককেই সেই কবর দেখানোর চেষ্টা করেছি।

ছোট ভাই আলী আকরাম মোহাম্মদ ওজায়ের তখন সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, নয়া ভাই, আমাকেও আপনি নিয়ে গেছেন। (উল্লেখ্য আব্বার সব ভাই-বোনেরা তাকে নয়া ভাই বলেন। ফরিদপুরের আঞ্চলিক ভাষায় চতুর্থ ভাইকে নয়া ভাই বলা হয়)

আব্বা আবার বললেন, আমার তো ইচ্ছা হয়, আব্বার পাশে গিয়ে আমি থাকি, (একটু হেসে বলেন) তবে এখন সেটা বললে তো জেল প্রশাসন একটু বিপদে পড়েই যাবে। যাক এই ব্যাপারে আমি তো আমার বড় ছেলেকে দায়িত্ব দিয়েছি, সেই সবার সাথে আলাপ করে ঠিক করে নেবে। সেটাই ঠিক বলে মনে করি।

এর মাঝেই মেঝ ছেলে তাহকীককে ডিউটিরত ডেপুটি জেলার বারবার সময় নিয়ে ইঙ্গিত করছিল। আমার মেঝ ভাই তাই আব্বাকে জানায় যে, আর ৫ মিনিট সময় আছে। জেল প্রশাসন তাই বলছে। আব্বা তখন তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা আমাকে চিনেন। জানেন। দেখেছেনও। আজকে আমি আপনাদের কাছ থেকে আরেকটু মানবিক আচরণ আশা করি। আমি আমার জরুরি কথা হয়ে গেলে ১ মিনিটও বেশি নিবো না।

তখন উপস্থিত সুবেদার জানান, স্যার আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আমাদের সহযোগিতা করেছেন সব সময়, আমরাও আপনার সম্মান রাখার চেষ্টা করেছি।

এর পর আব্বা আবার শুরু করলেন, এখানে আমার সন্তানেরা আছো। এখন আমি আমার পরিবারের জন্য কিছু কথা বলবো:

"তোমরা নামাজের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস থাকবা। তোমরা সব সময় হালাল রুজির উপর থাকবা। কষ্ট হলেও হালাল রুজির উপর থাকবা। আমি ৫ বছর মন্ত্রী ছিলাম, ফুল কেবিনেট মন্ত্রী ছিলাম। আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর রহমতে আমি সেখানে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে, পরিশ্রম করে আমার দায়িত্ব পালন করেছি। কেউ আমার ব্যাপারে বলতে পারবেনা যে আমি অন্যায় করেছি। ***অনেক দুর্নীতির মধ্যে থেকেও আমার এই পেটে (নিজের শরীরের দিকে ইংগিত করে) এক টাকার হারামও যায়নি।*** তোমরাও হালাল পথে থাকবা। তাতে একটু কষ্ট হলেও আল্লাহ বরকত দিবেন।

আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক সিলাহ রেহমি। ***আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে মিলে মিশে চলবে।*** আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই নামাজ পড়বে,

www.pathagar.com

অনেকেই কম। কেউ কেউ হালাল উপার্জনের ব্যাপারে অত্যধিক কড়া হবে, আবার কেউ কেউ একটু দুর্বল থাকবে। শরীয়তে দুই রকম। আজিমাত এবং রুখসাত। আজিমাত হলো খুবই কড়া, কোন অবস্থাতেই সে হারামের কাছে যাবে না। আর রুকসাত হলো পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য একটু ঢিল দেবে। তাই আত্মীয়দের মধ্যে কারও আয়ে সমস্যা থাকবে, কারও নামাজে দুর্বলতা থাকবে। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য সবার সাথে সম্পর্ক ঠিক রেখে মিলে মিশে চলা। আমি সব সময় এভাবে চলেছি এবং তাতে ভাল ফল পেয়েছি। হাদীসে আছে, 'আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

প্রতিবেশীর হক আদায় করবে। আমার ঢাকার বাসা, ফরিদপুরের বাড়ীর প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।

আমার উত্তরার বাসার ব্যাপারে তো আমি আগেই লিখে দিয়েছি। মৌলিক কোন চেঞ্জ দরকার নেই। শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী মূল ভিত্তি ঠিক রেখে তোমরা সুবিধা মতো এদিক ওদিক চেঞ্জ করে নিও। ফরিদপুরের বাড়ি নিয়েও যেভাবে বলে দিয়েছি, সেভাবেই তোমরা কাজ করবে। আমরা ভাইদের মধ্যে কোন সম্পত্তি নিয়ে কখনো ঝামেলা হয় নাই। তোমরাও মিলেমিশে থাকবে। এসব নিয়ে কোন সমস্যা করবানা। শান্তির জন্য কাউকে যদি এক হাত ছাড়তেও হয়, তাও কোন ঝামেলা করবেনা, মেনে নিবে।

বেশি বেশি করে রাসূল (সা.) এর জীবনী ও সাহাবীদের জীবনী পড়বে। আমি জানি তোমরা পড়েছো, কিন্তু তাও বার বার পড়বে। বিশেষ করে পয়গামে-মোহাম্মাদী, মানবতার বন্ধু হযরত মোহাম্মাদ (সা.), সীরাতে সারওয়ারে আলম, সীরাতুন্নবী, সীরাতে ইবনে হিশাম, রাসুলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন পড়বে।

আর সাহাবীদের জীবনীর উপরও ভাল বই আছে। আগে পড়েছো জানি, তাও তোমরা পড়ে নিও।

আমি আমার সন্তানদের উপর সন্তুষ্ট। তোমাদের ভূমিকার ব্যাপারে সন্তুষ্ট।

দেখো আমি এখানে পেপার পত্রিকা নিয়মিত পাইনা। তারপরও আমি যা চাই, যা ভাবি তোমরা তা করে ফেলো। যেমন আজকের সকালের প্রেস কনফারেন্স। এটা অনেক ভাল হয়েছে। আমাকে ছাড়াই তোমরা যে পরামর্শ করে এত সুন্দর একটা কাজ করে ফেলেছো, তাতে আমি অনেক খুশী হয়েছি। আসলে হৃদয়ের একটা টান আছে। আমি এখান থেকে যা ভাবি তোমরা কিভাবে যেন তাই করে ফেলো। তোমরা এভাবেই বুদ্ধি করে মিলে মিশে পরামর্শ করে কাজ করবে।

আইনজীবীদেরকে আমার ধন্যবাদ ও দোয়ার কথা বলবে। তারা অনেক পরিশ্রম করেছেন। তাদের ভূমিকার ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট। আইনজীবীরা যেভাবে

www.pathagar.com

পরিশ্রম করেছে, তা অবিশ্বাস্য। ওনারা যদি টাকা নিতো তাহলে ৫-১০ কোটি টাকার কম হতো না। কিন্তু তারা অলমোস্ট বিনা পয়সায় সাহসিকতার সাথে এই আইনী লড়াই চালিয়ে গেছেন।

আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের মত এত বড় নেয়ামত দুনিয়াতে আর একটিও নেই। আমার জানামতে এই সংগঠন দুটি পৃথিবীর মধ্যে সেরা সংগঠন। এই সংগঠনের ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট। গত কয়েক বছরে অনেক নেতাকর্মী শহীদ হয়েছে, হাজার হাজার নেতাকর্মী আহত হয়েছেন, আমার মত জেলখানায় আছে কয়েক হাজার মানুষ। বিশেষ করে ইসলামী ছাত্রশিবির বিগত ৫ বছরে যে ভূমিকা রেখেছে, যে স্যাক্রিফাইস করেছে তা অতুলনীয়। আমার শাহাদাত এই দেশে ইসলামী আন্দোলনকে সহস্র গুণ বেগবান করবে এবং এর মাধ্যমে জাতীয় জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ।

তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে যারা সাক্ষী দিয়েছেন, তাদের মধ্যে দুইজন ছাড়া বাকি সবাই দরিদ্র। তারা মূলতঃ অভাবের তাড়নায় এবং বিপদে পড়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন। আমি তাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম, তোমরাও কোন ক্ষোভ রাখবা না।

তোমাদের আম্মাকে দেখে-শুনে রাখবে। সে আমার চেয়ে ভাল মুসলমান, ভাল মনের মানুষ। এই ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে তার সম্মানিত শ্বশুর-শাশুড়িকে স্মরণ করেন। শাশুড়ি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন শ্বাশুড়ী তো মায়ের মতই। আপনি আমাকে যেভাবে স্নেহ করেছেন, তার কোন তুলনা হয় না।

তারপর তিনি বললেন, "আমার জানামতে শহীদের মৃত্যু কষ্টের হয় না। তোমরা দোয়া করবে যাতে আমার মৃত্যু আসানের সাথে হয়। আমাকে যেন আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা পাহারা দিয়ে নিয়ে যান।"

এরপর তিনি উপস্থিত সবাইকে নিয়ে দোয়া করেন। মুনাজাতের মধ্যে তিনি জালিমের ধ্বংস চেয়েছেন। পরিবারের জন্য আল্লাহকে অভিভাবক বানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ যেন তার রহমতের চাদর দিয়ে তার পরিবারকে ঢেকে রাখেন।"

ছোট মেয়ে আদরের তামরীনাকে তিনি মা বলে সম্বোধন করেন। তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ওখানে আমার মা, বাবা, ছোট ভাই শোয়ায়েব এবং বড় মেয়ে মুমতাহিনা আছে। শোয়ায়েব অত্যন্ত ভাল মনের মানুষ ছিল এবং আব্বার খুব কাছাকাছি ছিল।

আমার বোন তখন বলে, আব্বা একটু পরেই মুমতাহিনা (বড় মেয়ে, যে আড়াই বছর বয়সে অসুস্থতায় মারা যায়) আপনাকে রিসিভ করতে আসবে। মেঝ ভাই

www.pathagar.com

বললেন ফুল হাতে নিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ। আর তখন আম্মা বললেন, তুমি আমার পক্ষ থেকে ওকে আদর করে দিও।

আমার বড় ভাই তাজদীদ তখন বললেন, আপনি তো শহীদ হতে যাচ্ছেন। জান্নাতে শহীদের প্রবেশের সময় অনেকের জন্য আপনার সুপারিশ করার সুযোগ থাকবে। আপনি সেই তালিকায় আমাদের রাখবেন।

তারপর পুত্রবধূদের উদ্দেশ্য করে আব্বা বললেন, আমার বউমাদের আমি সেভাবে আদর করতে পারিনি। বউমা'রাতো মা-ই। আমাদের বাংলা ভাষায় তো সেভাবেই বলে, বউ-মা। এই সময়, তিনি সকল পুত্রবধূর বাবা-মা'র খোঁজ-খবর নেন এবং তাদের প্রত্যেককে তার পক্ষ থেকে সালাম জানান। পুত্রবধূদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি তোমাদের প্রতি সেভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারি-নি। বিশেষ করে ছোট বউ-মা জেরিনকে আমি খুব একটা সময় দিতে পারিনি। কেননা, ওর বিয়ের কয়েকদিন পরেই তো আমি এখানে চলে আসি। এই সময় তিনি সকল পুত্রবধূকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমি তোমাদের প্রতি ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

ঠিক একইভাবে আমার মেয়ে জামাই ফুয়াদ আর মেয়েকেও আমি সেভাবে সময় দিতে পারিনি। ওদেরকে নিয়ে একবেলাও একত্রে খাবার খাওয়ারও সুযোগ হয়নি। এই সময় তিনি মেয়ে জামাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, বাবা তোমার ভূমিকায় ও দায়িত্বপালনে আমি সন্তুষ্ট। তোমার মা-বাবাকে আমার সালাম পৌঁছে দেবে। প্রতিউত্তরে মেয়ে জামাই বলেন, আব্বু আপনি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা আমি যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবো।

জেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের সাথে আমার কোন ভুল আচরণ হলে আপনারা আমায় মাফ করে দেবেন। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার সেবকদের তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন এবং ***তার নিজের পিসির টাকাগুলো সেবকদের প্রয়োজন মাফিক বন্টন করে দেন এবং সেই ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।***

নিজামী সাহেব ও সাঈদী সাহেব সহ আরও যারা আছেন সবাইকে তিনি সালাম পৌঁছে দিতে বলেন।

দেশবাসীকে তিনি সালাম দেন এবং সকলের কাছে দোয়া চান। সর্বশেষে তিনি তার শাহাদাত কবুলিয়াতের জন্য দোয়া করেন। এরপর তিনি সকলের সাথে একে একে হাত মিলিয়ে বিদায় জানান।

(লেখাটি শহীদের ছোট ছেলে আলী আহমাদ মাবরুরের একটি লেখনী থেকে সংগৃহীত)

www.pathagar.com

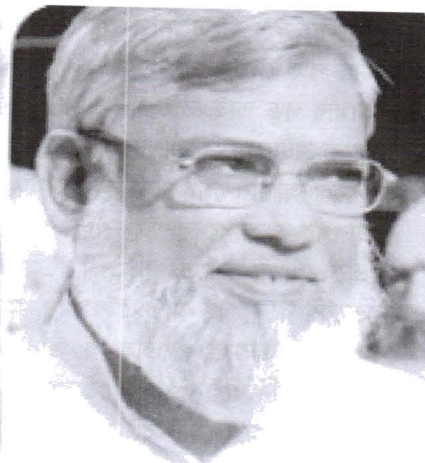

জানাযা ও দাফন

নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার পাশেই পশ্চিম খাবাসপুরে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নামে হত্যার পর তার কফিনবাহী গাড়ি ভোর সাড়ে ৬টায় পৌঁছে তার নিজ বাড়ীতে। প্রশাসনের কড়াকড়ির মধ্যেও হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে প্রিয় নেতাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করতে সময় বেধে দেয়। নামাজে জানাযায় ইমামতি করেন শহীদ মুজাহিদের বড় ভাই আলী আফজাল মোহাম্মদ খালেছ। পুলিশ র‍্যাবের বাড়াবাড়ির মাঝেও হাজার হাজার নারী পুরুষের ঢল নামে পশ্চিম খাবাসপুরে। পরবর্তীতে ওই দিনই আরো ৪টি গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মানুষের কান্না আর আহাজারীতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠে।

শুধু পশ্চিম খাবাসপুরেই নয়, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিস সংলগ্ন চাঁন জামে মসজিদ, চট্টগ্রামের প্যারেড গ্রাউন্ড, সিলেট আলিয়া মাদরাসা ময়দানসহ সারাদেশেই হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হুমকি, ইমামসহ মুসল্লীদের গ্রেফতারের পরও প্রতিটি জানাযায়ই স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। সরকার শহীদ মুজাহিদকে হত্যা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, তার নামাজে জানাযায় আগত মুসল্লীদের গ্রেফতার করতে

www.pathagar.com

কুণ্ঠাবোধ করেনি। বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত গায়েবানা জানাযার ইমাম মুফতি মাসুদসহ ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চাঁদপুরে তিনজনকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও বিভিন্ন স্থানে গায়েবানা জানাযা ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত জানাযায় ইমামতি করেন শায়েখ মওদুদ হাসান। এ ছাড়াও আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটি, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত

সাধারণ মানুষ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করছেন শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের জন্য। মুনাজাত পরিচালনা করছেন ঢাকা মহানগরী জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা আবদুল হালিম

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের দাফন পরবর্তী দোয়া মাহফিলে মোনাজাত করছেন তারই বড় ভাই ও জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মোহাম্মদ খালেছ

বিভিন্ন দেশ, তুরস্ক, মিশর, ওমান, কুয়েত, বাহরাইন, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপানসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য গায়েবানা জানাযা ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের দাফন পরবর্তী দোয়া মাহফিলে উপস্থিত জনতার একাংশ

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদকে বুদ্ধিজীবী হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনাকারী হিসাবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত। ২২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে রাত ১২:৫৫ মিনিটে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নিয়ে যেখানে জাতির অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক প্রশ্ন, সেই হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায়ে তার সমাধান হওয়াটা কাম্য ছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই রায়টি সেই প্রশ্নের উত্তর তো দিতে পারবেই না, বরং নতুন করে অনেকগুলো প্রশ্নের সৃষ্টি করবে।

শহীদ মুজাহিদ বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড পেলেন। কিন্তু কোন্ বুদ্ধিজীবীকে তিনি হত্যা করেছেন তাই তো জানা হলো না। সবাইকেই তিনি একাই হত্যা করেছেন কি?

যদি তাই হয়, তাহলে সেই নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্ত্রী, সন্তান বা পরিবার কেন আদালতে এসে শহীদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন না?

কোন সন্তান বা স্ত্রী কি শহীদ মুজাহিদের রায়ের পর বলতে পারবে যে, এর মাধ্যমে আমার পিতা বা স্বামী হত্যার বিচার পেলাম??

কেবলমাত্র শহীদ সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেনের ছেলে শাহীন রেজা নূর

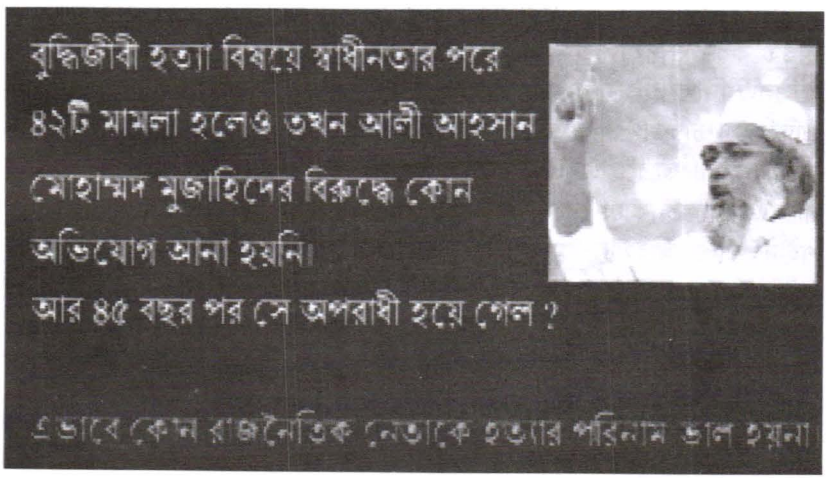

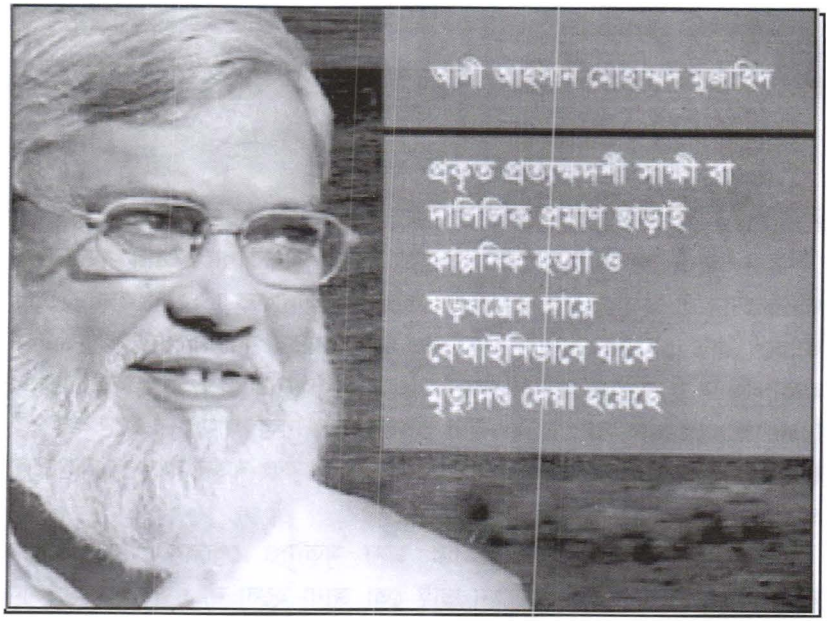

স্বাক্ষী হয়ে এসেছিলেন আদালতে। অথচ আপীল বিভাগ সেই শহীদ সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেনের হত্যাকাণ্ড থেকেই শহীদ মুজাহিদকে খালাস দিলেন। তাহলে আর কোন্ বুদ্ধিজীবী হত্যার দায় আসে জনাব মুজাহিদের উপর??

সবচেয়ে বড় কথা, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভিকটিম পরিবারগুলোর যে আক্ষেপ, আদৌ কি তার নিরসন হবে এই রায়ের মাধ্যমে?? নাকি নতুন করে আরো প্রশ্ন তৈরি হবে মানুষের মনে??

মূলতঃ তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের বিচার, দেশের শীর্ষ রাজনীতিকদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করণ ও দণ্ডাদেশ কার্যকর করার এই প্রক্রিয়াকে বিচারিক হত্যাকাণ্ড বলে অভিমত দিয়েছেন দেশী-আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞগণ। মূলতঃ সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই দেশের প্রথিতযশা রাজনীতিকদের নির্মম ও নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করেছে এবং এ ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত আছে। আসলে বিচারের নামে এসব হত্যাকাণ্ডে কোন অভিনবত্ব নেই বরং তা ইতিহাসেরই ধারাবাহিকতা। শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের মতো ক্ষণজন্মা মানুষগণ যুগের নকীব হিসেবে ইতিহাসের অংশ হয়ে যান। মূলতঃ শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ একটি ইতিহাস ও স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম। তাই তাঁর অসমাপ্ত কাজের সফল পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য আমাদের সকলকে দীপ্ত শপথ গ্রহণ করে ইতিহাসের দায় শোধ করতে হবে। এই হোক আমাদের আগামী দিনের প্রত্যয়।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজিত গরীব ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ঘুরে নিঃস্ব ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে সামনে এগিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে সুদমুক্ত ঋণ বিতরন কার্যক্রম শুরু করেন । এর ফলে গ্রামের অভাবী মানুষ সুদ খোর মহাজন এবং বেসরকারি সংস্থার হাত থেকে মুক্ত হয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে ঋণ নিতে শুরু করে

সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী শক্তির বাংলাদেশ বিরোধী অপতৎপরতার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

গায়েবানা জানাযা

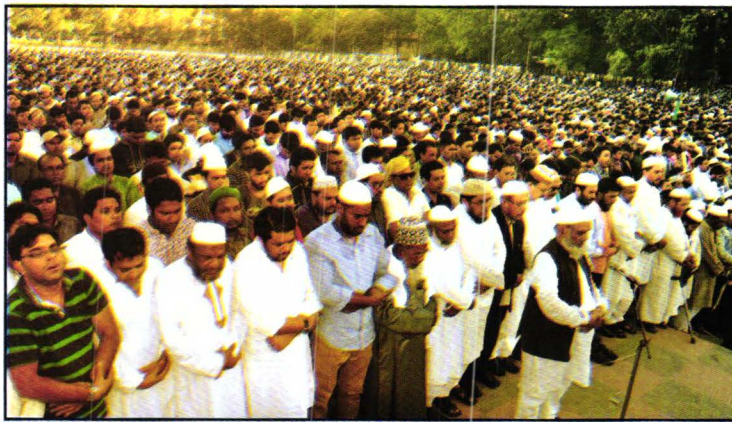

চট্টগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের গায়েবানা জানাজায় ইমামতি করছেন মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী

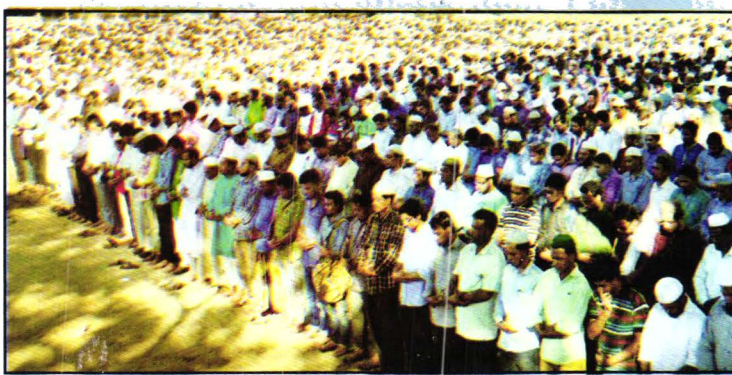

সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের গায়েবানা জানাজায় উপস্থিতির একাংশ

প্রচার ও প্রকাশনায়
শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ স্মৃতি সংস দ, ঢাকা

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৬